রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ১, ২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

টিএ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ চৈত্র ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/৩১ মার্চ ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৯৫-আইন/২০১০।—The Inland Water Transport Authority Ordinance, 1958 (E.P. Ord. No. LXXV of 1958) এর Section 25 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ।**—(১) এই বিধিমালা অভ্যন্তরীণ জলপথ ও তীরভূমিতে স্থাপনাদি নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা অভ্যন্তরীণ জলপথে এবং উহার তীরভূমির উপর স্থাপনাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অভ্যন্তরীণ জলপথ" অর্থ The Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ord. No. LXXII of 1976) এর Section 2 (f) এ সংজ্ঞায়িত æinland water";

(খ) "আনুভূমিক ছাড়" (Horizontal Clearance) অর্থ কোন সেতু বা ওভারহেড লাইনের প্রধান নেভিগেশন স্প্যান এর উভয় প্রান্তের পিলারের মধ্যবর্তী ন্যূনতম দূরত্ব;

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(গ) “উল্লম্ব ছাড়” (Vertical Clearance) অর্থ কোন সেতু বা ওভারহেড লাইনের প্রধান নেভিগেশন স্প্যান বরাবর SHWL (Standard high water level) হইতে সেতুর গার্ডার বা বীমের তলা এবং ওভারহেড লাইনের ক্ষেত্রে উক্ত লাইনের Maximum Sag Point এর মধ্যবর্তী ন্যূনতম দূরত্ব;

(ঘ) “কর্তৃপক্ষ” অর্থ Inland Water Transport Authority Ordinance, 1958 (E.P. Ord. No. LXXV of 1958) এর Section 2 (i) এ সংজ্ঞায়িত æAuthority”;

(ঙ) “চতুর্থ শ্রেণীর জলপথ” অর্থ যে জলপথে শুষ্ক মৌসুমে ১.৫০ মিটারেরও কম পানির গভীরতা বিদ্যমান থাকে;

(চ) “তলদেশে পাইপ লাইন” অর্থ অভ্যন্তরীণ জলপথের তলদেশ দিয়া অতিক্রম করানো যে কোন প্রকারের পাইপ লাইন, ক্যাবল লাইন বা অনুরূপ লাইন;

(ছ) “তীরভূমি” অর্থ অভ্যন্তরীণ জলপথের উভয় তীরে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন পানির সীমানাভুক্ত এলাকা;

(জ) “প্রথম শ্রেণীর জলপথ” অর্থ যে জলপথে সারা বছর সর্বনিম্ন ৩.৬০-৩.৯০ মিটার পানির গভীরতা বিদ্যমান থাকে;

(ঝ) “দ্বিতীয় শ্রেণীর জলপথ” অর্থ যে জলপথে সারা বছর সর্বনিম্ন ২.১০-২.৪০ মিটার পানির গভীরতা বিদ্যমান থাকে;

(ঞ) “তৃতীয় শ্রেণীর জলপথ” অর্থ যে জলপথে সারা বছর সর্বনিম্ন ১.৫০-১.৮০ মিটার পানির গভীরতা বিদ্যমান থাকে;

(ট) “স্থাপনা” অর্থ কোন অভ্যন্তরীণ জলপথ ও উহার তীরভূমির উপর সেতু, ওভারহেড লাইন, তলদেশে পাইপ ও ক্যাবল লাইন বা অনুরূপ স্থাপনা;

(ঠ) æSHWL” অর্থ অভ্যন্তরীণ জলপথের সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানি উচ্চতম স্তর যাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ণয় করা হইয়া থাকে।

৩। **স্থাপনা নির্মাণের ছাড়পত্র (Clearance) গ্রহণ পদ্ধতি।**—(১) কোন নির্মাণ প্রতিষ্ঠানকে অভ্যন্তরীণ জলপথ ও উহার তীরভূমির উপর স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে এইরূপ ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) উল্লম্ব ছাড়পত্র (Vertical Clearance) ;

(খ) আনুভূমিক ছাড়পত্র (Horizontal Clearance);

(২) নিরাপদ এবং সুষ্ঠু নৌ-চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৪ (চার)টি শ্রেণীতে বিভক্ত অভ্যন্তরীণ জলপথের উপর স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে উল্লম্ব ও আনুভূমিক ছাড়ের পরিমাপ হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) প্রথম শ্রেণীর জলপথের ক্ষেত্রে উল্লম্ব ছাড়ের (Vertical Clearance) পরিমাপ হইবে ন্যূনতম ১৮.৩০ মিটার এবং আনুভূমিক ছাড়ের (Horizontal Clearance) পরিমাপ হইবে ন্যূনতম ৭৬.২২ মিটার;

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর জলপথের ক্ষেত্রে উল্লম্ব ছাড়ের (Vertical Clearance) পরিমাপ হইবে ন্যূনতম ১২.২০ মিটার এবং আনুভূমিক ছাড়ের (Horizontal Clearance) পরিমাপ হইবে ন্যূনতম ৭৬.২২ মিটার;

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর জলপথের ক্ষেত্রে উল্লম্ব ছাড়ের (Vertical Clearance) পরিমাপ হইবে ন্যূনতম ৭.৬২ মিটার এবং আনুভূমিক ছাড়ের (Horizontal Clearance) পরিমাপ হইবে ন্যূনতম ৩০.৪৮ মিটার;

(ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর জলপথের ক্ষেত্রে উল্লম্ব ছাড়ের (Vertical Clearance) পরিমাপ হইবে ন্যূনতম ৫.০০ মিটার এবং আনুভূমিক ছাড়ের (Horizontal Clearance) পরিমাপ হইবে ন্যূনতম ২০.০০ মিটার;

(৩) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অভ্যন্তরীণ জলপথের উপর বৈদ্যুতিক ওভারহেড লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে উল্লম্ব ছাড়ের (Vertical Clearance) ন্যূনতম পরিমাপের সহিত অতিরিক্ত ৩.০৫ মিটার যোগ করিতে হইবে।

৪। **ছাড়পত্র প্রদান।**—বিধি ৩ এর অধীন কর্তৃপক্ষ কোন আবেদনপত্র প্রাপ্ত হইলে এই বিধিমালায় উল্লিখিত শর্ত পালন সাপেক্ষে ছাড়পত্রের জন্য আনীত দরখাস্ত বিবেচনাপূর্বক কর্তৃপক্ষ উহার নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ছাড়পত্র ইস্যু করিবে।

৫। **স্থাপনা নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব।**—(১) অভ্যন্তরীণ জলপথের উপর কোন সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে মূল স্প্যানের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত পিলারের গায়ে এবং সেতুর গার্ডারে উল্লম্ব ছাড়ের পরিমাপ এমনভাবে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইতে হইবে যাহাতে সেতু অতিক্রমকারী নৌ-যান চালকের সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

(২) অভ্যন্তরীণ জলপথের উপর ওভারহেড লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে নেভিগেশন স্প্যানের উভয় পিলারের মাঝে তারের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অন্ধকারে প্রজ্জ্বলিত হয় এমন দুইটি লাল রংয়ের গোলক রাখিতে হইবে।

(৩) অভ্যন্তরীণ জলপথের তলদেশের মধ্যে দিয়া কোন পাইপ বা ক্যাবল লাইন স্থাপনের সময়ে এবং তৎপরবর্তী সময়ে উক্ত জলপথের উভয় পাড়ের, যাহার মধ্য দিয়া পাইপ বা ক্যাবল লাইন স্থাপন করা হইয়াছে, সংশ্লিষ্ট স্থানে লাল রং এর সাইনবোর্ড রাখিতে হইবে যাহাতে নোঙ্গর চিহ্নের উপর æ×" মার্ক থাকিবে এবং "নোঙ্গর করা নিষেধ" শব্দগুলি এমনভাবে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইতে হইবে যাহা নৌ-যান চালকের সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

৬। **পরিদর্শন মনিটরিং।**—স্থাপনা নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান এই বিধিমালার বিধানাবলী পালনে বাধ্য থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ পরিদর্শন ও মনিটরিং এর মাধ্যমে উহা নিশ্চিত করিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহিদুল ইসলাম
উপ-সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd